بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

মজলিসে শূরা যখনই কোন পরিকল্পনা কওে এরপর একটি মতামতে তারা উপনীত হয়। এবং এর ওপর একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর যখন অনুমোদন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার নিরিখে তার ওপর আমল করা এবং করানো মজলিসে শূরার সদস্যদেরও দায়িত্ব আর সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব এটি।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন–

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

এ আয়াতের অর্থ হল, তোমার প্রভুর পথ পানে প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মধ্যমে আহ্বান কর। এমন যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে নসীহত কর যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাকে এবং তার পথ থেকে যারা বিচ্যুত তাদের সর্বাধিক জানেন। আর যারা হেদায়াত প্রাপ্ত তিনি তাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আন নাহাল-১২৫)

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের জামা'ত তাদের মজলিসে শূরায় এই প্রস্তাব রেখেছে এবং এ বিষয়ে অনেক ভালো আলোচনা করে আর সব জামা'তের মজলিসে শূরাই কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে যে, কীভাবে আমরা তবলীগের কাজ এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী নিজ নিজ দেশের সকল শ্রেণির কাছে পৌঁছানোর কাজকে আরো ব্যাপকতা দিতে পারি বা উত্তমভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারি? কিন্তু আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পরিকল্পনা তবলীগের কার্য সংক্রান্ত হোক বা অন্য কাজ সংক্রান্ত পরিকল্পনাই হোক না কেন মজলিসে শূরা যখনই কোন পরিকল্পনা কওে এরপর একটি মতামতে তারা উপনীত হয়। এবং এর ওপর একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর যখন অনুমোদন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার নিরিখে তার ওপর আমল করা এবং করানো মজলিসে শূরার সদস্যদেরও দায়িত্ব আর সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব এটি। এ প্রস্তাবটি তবলীগ সংক্রান্ত তাই সেক্রেটারী তবলীগের ওপরইএটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে বা যে কোন বিভাগ সংক্রান্ত প্রস্তাবই হোক না কেন কেবল সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই এজন্য দায়ি। নিঃসন্দেহে এটিকে বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই দায়ি হবে কিন্তু বিশেষ করে তবলীগ এবং তরবিয়ত বিভাগ এমন যে, এ ক্ষেত্রে জামা'তের সকল পর্যায়ের পদাধিকারীর অংশগ্রহণ এবং নিজের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক। এখন যেহেতু আমি তবলীগের প্রেক্ষাপটে কথা বলছি তাই এ বিষয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, তারা স্ব স্ব জামা'তে এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য সেক্রেটারী তবলীগের সাথে যেন পূর্ণ সহযোগিতা করেন। নিজেরা এর অংশ হয়ে জামা'তের সদস্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। যে কোন ওহদাদার কোন না কোনভাবে তবলীগের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। যদি কোন ওহদাদার বা পদাধিকারী অংশ নেন তাহলে জামা'তের সদস্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে আর অনেক আহমদী এমন থাকবে যারা না বলতেই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই এমন দৃষ্টান্ত দেখে এ কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচারে নিজে থেকেই ভূমিকা রাখতে পারে। কোন কোন সেক্রেটারীর কাছে এমনিতেও স্বীয় বিভাগের কাজ ততবেশি হয় না তারা বেশি সময় দিতে পারেন। শুধু নিয়্যত এবং সংকল্প ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। যাইহোক, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগের কাজ হল, যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সব স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগের কাছে পৌঁছানো। আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করুন যে, জামা'তের এই কর্মপন্থার যে দিকগুলোর সদস্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে, যে অংশ প্রসাশনিক নয় বরং সাধারণ সদস্যের সাথে যার সম্পর্ক সে অংশ যেন প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছায়। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে খোদা তা'লা আমাদেরকে যে পথের দিশা দিয়েছেন তা বুঝুন আর সে অনুসারে প্রত্যেক সেক্রেটারী তবলীগের আমল করা উচিত, প্রত্যেক পদাধিকারীর আমল করা উচিত। বিশেষ যারা দায়াইয়ানে ইলাল্লাহ আছে তাদের কাজ করা উচিত। যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লা যে কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হল হেকমত অর্থাৎ, প্রজ্ঞা আর দ্বিতীয়টি মাওইযাতিল হাসানা

অর্থাৎ, সুন্দরভাবে নসীহত করা। আর বলা হয়েছে, এমন প্রমানাদি উপস্থাপন করা যা সর্বোত্তম। আজকে নামধারী আলেম এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলো নিজেদের উন্মাদনা এবং প্রজ্ঞাশূণ্য, যুক্তি ও বুদ্ধিহীন আর প্রমাণ বিহীন কথার মাধ্যমে ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে যে, অমুসলিম বিশ্ব মনে করে, ইসলাম প্রজ্ঞাশূণ্য, প্রমাণ বিহীন ধর্ম আর নির্বোধ ও অজ্ঞদের ধর্ম। নাউযূবিল্লাহ্। আর একমাত্র চরমপন্থাই হল এ ধর্মের শিক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার এ উক্তি অনুসারে তবলীগ করা এবং তবলীগের উদ্দেশে যোগযোগ প্রতিষ্ঠা সব আহমদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কতটা সচেষ্ট হয়ে খোদা বর্ণিত পন্থায় আমাদের তবলীগ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যে কথাটি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, হিকমত বা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তবলীগ করা। হিকমত কাকে বলে? এ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক আর সফল তবলীগের জন্য হিকমতের এসব অর্থ জানা থাকা আবশ্যক। তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা যেন এসব কথা দৃষ্টিতে রাখতে পারি। হিকমত শব্দের একটি অর্থ হল, জ্ঞান। তবলীগ করার জন্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে বসে আর এটি তাদের অজুহাত যে, আমাদের যেহেতু জ্ঞান নেই তাই আমরা তবলীগ করতে পারব না। এ যুগে এ অজুহাত ধোপে টিকবে না। কেননা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এমন যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ করেছেন আর জামা'তী সাহিত্যে এ জ্ঞান বিদ্যমান যার ফলে সামান্য প্রচেষ্টাই মানুষকে যথেষ্টভাবে জ্ঞানগত দৃঢ়তা দান করে। দ্বিতীয়ত জানা থাকা উচিত যে, আমাদের বইপুস্তকে বা ওয়েব সাইটে কোথায় এ সব তথ্য ও উত্তর রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে এবং নাস্তিকদের সাথে আলোচনা করার সময় তাদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হল, বলিষ্ঠ ও পাকা কথা। এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন হওয়া উচিত যা জোরাল এবং অকাট্য। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণকে প্রমাণের জন্য আমাদেরকে আরো যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। অতএব, দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপত্তি অনুসারে এর বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদির ভিত্তিতে খণ্ডনের চেষ্টা করা উচিত। আর তবলীগ বিভাগের আরেকটি কাজ হল, পরিস্থিতি অনুসারে এমন সব আপত্তি এবং এর খণ্ডনমূলক প্রমাণাদি একত্রিত করে জামা'তসমূহে সরবরাহ করা যেন বিভিন্ন আপত্তির জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্র মাণ ভিত্তিক খণ্ডন বেশি বেশি মানুষের নাগালের ভেতর থাকে। হিকমত শব্দের একটি অর্থ হল, আদল বা ইনসাফ। বিতর্কের সময় এমন আপত্তি করা উচিত নয় যা উল্টে নিজের বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমহদীয়া মুসলিম জামা'তে সচরাচর এমনটি ঘটে না। কিন্তু অন্য সাধারণ মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মাঝে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। যেসব মুসলমান আমাদের বিরোধী তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য বাকি নবীদের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। তাই তবলীগ বিভাগের উচিত এমন আপত্তি ও এর খণ্ডনগুলো একত্রিত করে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। বেশির ভাগ লোককে যদি তবলীগের কাজে নিয়োজিত করতে হয় তাহলে এ বিভাগকে পরিশ্রম করতে হবে আর খরচও করতে হবে। অনুরূপভাবে হিকমত শব্দের একটি অর্থ হল, সহিষ্ণুতা ও কোমলতা। তবলীগ করতে গিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা এবং বিবেকবুদ্ধি খাটানো একান্ত আবশ্যক। রাগ ও উগ্রতার সাথে তবলীগ করলে অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তারা মনে করে, কোন যুক্তি প্রমাণ নেই তাই উগ্রতার সাথে উত্তর দেয়া হচ্ছে। যে রাগ দেখা এবং উগ্রতা প্রদর্শন করে তার সাথেও কোমলতা ভাষায় কথা বলা উচিত।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হল, নবুয়্যত। কাজেই, এর ভিত্তিতে বিতর্ক করা এবং যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের অর্থ হল, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুক্তিপ্রমাণ ও এর শিক্ষা অনুসারেই তবলীগ করা উচিত। আমি দেখেছি যে, তাদের সামনে যখন কুরআনী আয়াতের ভিত্তিতে কথা বলা হয় তখন তাদের ওপর খুব ভালো প্রভাব পড়ে।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হল, অজ্ঞতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অতএব, এমনভাবে কথা বলা উচিত যা অন্যদের জন্য বুঝা সহজ হয় এবং অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে। মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মানুষের বোধ-বুদ্ধি অনুসারে তাদের সাথে কথা বল। প্রজ্ঞার আরেকটি অর্থ হল, সত্য সম্মত কথা বলা। সর্বদা সত্য এবং বাস্তবতার নিরিখে কথা বলা উচিত। অন্যদের প্রভাবিত করার জন্যসত্য এবং বাস্তাবতা বর্জিত কথা বলা উচিত নয়। এমন কথা যা সত্যতা ও বাস্তবতা পরিপন্থী তা মন্দ প্রভাব পড়ে। কেননা, কোন না কোন সময় সত্য প্রকাশিত হয়েই যায়। তাই সর্বদা সত্য ও বাস্তবধর্মী কথা বলা উচিত।

আর স্থান, কাল ও পাত্রের নিরিখে যথাযথ যুক্তিপূর্ণ কথা বলাকেও হিকমত বলা হয়। কোন একটি যুক্তিপ্রমাণে যদি বিরোধীর রাগান্বিত হওয়ার বা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে আর তবলীগি আলোচনার পরিবর্তে যদি ঝগড়াবিবাদের ও দুরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এমন কথা বলা থেকে বিরত থেকে এমন কথা বলা এবং প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত যা হবে যথাযথ আর অন্যের রুচিসম্মত এবং দুরত্ব বাড়ানোর পরিবর্তে নিকটবর্তী করার কারণ হবে।

তাই, স্থানকালপাত্রভেদে এবং মানুষের পছন্দ-অপছন্দকে সামনে রেখে তবলীগ করা একান্ত আবশ্যক। আর এটি এ দাবিও করে যে, তবলীগে যেখানে অবিচলতা এবং দৃঢ়চিত্ততা আবশ্যক সেখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডি বিস্তৃত করাও আবশ্যক। ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে অন্যের রুচি সম্পর্কে জানা যায়। তাই আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে তবলীগ করে যেতে হবে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, বছরে একবার বা দু'বার 'তবলীগি আশারা' উদ্‌যাপন করালাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইপুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, এমনটি হওয়া উচিত নয়। পৃথিবীর অবস্থার নিরিখে জগদ্বাসীকে পরিস্কারভাবে এখন আমাদেরকে বলতে হবে যে, এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তোমাদের বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে, খোদার অসন্তুষ্টির কারণে। তাই রাস্তা একটি বাকী আছে, তাহল খোদার দিকে ফিরে আস আর সত্য ধর্মের সন্ধান করা। মাওইযাতিল হাসানার ভিত্তিতে তবলীগ হওয়া উচিত। প্রজ্ঞার সাথে যে তবলীগ করার অর্থ রয়েছে, সেই সবই এর অন্তর্গত অর্থাৎ কোমল ভাষায় এবং হৃদয়ে যা প্রভাব বিস্তার করে এমন ভাষায় তবলীগ করা উচিত।

হুজুর (আইঃ) বলেন, অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা এবং সুন্দর নসীহত এবং বস্তু নিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তবলীগ অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব। এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন আমি নিজেই প্রকাশ করব। কে ভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাবে আর কে সঠিক পথ পাবে এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন। অন্যত্রে আল্লাহ তা'লা বলেন যে, তুমি বাহুবলে কাউকে হেদায়াত দিতে পারবে না। অবশ্য তোমাদের দায়িত্ব হল তবলীগ করা এবং সত্যের পয়গাম পৌঁছানো, সত্যের বাণী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা অন্যদের সামনে প্রকাশ এবং প্রচার করা। তা তোমরা করা অব্যাহত রাখ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যা জিজ্ঞেস করবেন কেবল এতটুকুই যে, আমরা পয়গাম পৌঁছিয়েছি কি না বা আমরা তবলীগ করেছি কি না বা আমরা কেন তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি, কেন খোদার নির্দেশ অনুসারে তবলীগ করি নি। কে হেদায়াত পাবে আর কে পাবে না বা কে সত্য গ্রহণ করবে আর কে করবে না, তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থানে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ খুব ভালো জানেন, আমরা কখনও উত্তর দিতে গিয়ে কোমলতা এবং নমীয়তাকে বিসর্জন দেই নি অর্থাৎ এটি কখনও হয় নি যে, আমরা কোমলতা আর নম্র ভাষণকে পরিত্যাগ করেছি, এটি কখনও হয় নি। সব সময় কোমল এবং নরম ভাষায় কথা বলেছি। অবশ্য অনেক সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও নৈরাজ্যকর রচনা দেখে কঠোরতাকে উপযুক্ত মনে করেছি আর এ উদ্দেশ্যে তা আমরা অবলম্বন করেছি, অনেক সময় কঠোর হয়েছি। এই কঠোরতার রিপু তাড়নায় নয় আর উত্তেজনার বশবর্তী হয়েও নয়। বরং আয়াত জাদেলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই একটা কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এটিও তখন যখন বিরোধিদের অবমাননা তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অসম্মানজনক কথাবার্তা সীমা ছাড়িয়ে যায় আর আমাদের নেতা ও মনিব সারা বিশ্বের গরব রসূল সম্পর্কে এমন নোংরা, এমন দুষ্কৃতি মূলক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তি বিগ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল তখন আমরা এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি। আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন: 'জাদেল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা এতটা নমনীয় হব যে বাস্তবতা পরিপন্থি কথাকে কপটতা বশত গ্রহণ করব। এমন ব্যক্তি যে খোদা হওয়ার দাবি করে আর আমাদের রসূল (সা.) কে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয় মুসার নাম ডাকাত রাখে, এমন মানুষকে কি আমরা সত্যবাদী বলতে পারি? এমন কথাকে কি মুজাদেলা হাসানা বলা যেতে পারে? মোটেই নয়। বরং এটি কপটাচার আর ঈমানহীনতার লক্ষণ।

হুজুর (আইঃ) বলেন, তাই এ বিষয়গুলোর পার্থক্য আমাদেরকে সব সময় সামনে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে নম্রতার বা কোমলতার অর্থ আদৌ এটি নয় যে, কপটচার প্রদর্শন করবে, এতটা ভয় পাবে, তাদের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাবে আর বাস্তবতা পরিপন্থি কথার সামনে নতজানু হবে। প্রজ্ঞা প্রদশন করা আবর্শক। ভাষার কোমলতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা আবশ্যক কিন্তু ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করা আবশ্যক। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রজ্ঞার অর্থ ভিরুতা নয় বা নিজের কাছে টানার জন্য ভ্রান্ত কথাকে সত্যায়ন করাকে প্রজ্ঞা বলা হয় না।

হুজুর (আইঃ) বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এরা ঐ সমস্ত লোক যারা বস্তুবাদী, যাদের ধর্ম সঠিক রূপে বিদ্যমান নেই জাগতিক বিষয়াদিকে এরা ধর্মের জন্য পরিত্যাগ করছে, ছেড়ে দিচ্ছে, উৎসর্গ করছে আর কপটতা প্রদর্শন করে না, ভীরুতা প্রদর্শন করে না। এমন ক্ষেত্রে আমরা যারা শেষ এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের মান্যকারী তাদের ঈমান কতটা দৃঢ় হওয়া উচিত আর জাগতিক সম্পর্কের গণ্ডিতে আর তবলীগের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে এবং বস্তু নিষ্ঠ যু ক্তি প্রমাণের মাধ্যমে এসব কথার খণ্ডন করা উচিত। জাগতিক স্বার্থে এ বিষয়গুলোকে ভয় পাওয়া উচিত নয় আর তাদের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলানো এ ভয়ও উচিত নয় যে, তাদের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা হয় যোগাযোগও

বিচ্ছিন্ন হয় না। বিশেষ করে ওহদেদারদের এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমি দেখেছি তাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে বা তাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি ভীরুতা প্রদর্শিত হয়। বিরোধীতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। বিরোধীতা তবলিগের পথ উন্মোচন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: মিথ্যা সত্যের যত প্রবলভাবে বিরোধীতা করে ততই সত্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়। জমিদার বা কৃষকদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, জৈষ্ঠ্য মাসে যতই তাপমাত্রা বাড়ে শ্রাবণ মাসে ততই বেশি বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, এটি প্রাকৃতিক একটা বিষয়। সত্যের যত প্রবল বিরোধিতা হয় ততই উজ্জ্বলভাবে, জোরালোভাবে, শক্তিশালীভাবে তা সামনে আসে। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যেই যেই ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্কে বেশি হৈচৈ হয়েছে সেখানে এক জামা'ত প্রস্তুত হয়েগেছে। যেখানে মানুষ কথা শুনে নীরবতা পালন করে সেখানে খুব বেশি উন্নতি হয় না।

হুজুর (আইঃ) বলেন, অতএব, বিরোধিতা বা দুনিয়ার লোকদেরকে কোনভাবে ভয় করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে প্রজ্ঞা এবং হিকমতও আবশ্যক তবলীগের জন্য। আরেকটি আবশ্যিক কথা হল মানুষের কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকা। অর্থাৎ যা বলে তা যেন মেনেও চলে। প্রজ্ঞার কথা মুখ থেকে তখন বের হয় এবং অন্যদের ওপর তখন প্রভাব বিস্তার করে যখন কথা এবং কর্মে সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার বলেন যে, অনেকেই মৌলবী এবং আলেম আখ্যায়ীত হয়ে মিম্বরে উঠে রসূলের নায়েব এবং নবীর উত্তরাধিকারী আখ্যায়ীত হয়ে বক্তৃতা করে ওয়াজ করে বলে যে, অহংকার কর না, পাপাচার এড়িয়ে চল কিন্তু তাদের নিজেদের যে আমল বা কর্ম যা তারা নিজেরা করে তার ধারণা এটি থেকে পাওয়া যায় যে, এদের কথার কতটা প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে। এমন মানুষ যদি ব্যবহারিক বা আমলী শক্তি রাখত মানুষকে বলার পূর্বে যদি নিজেরা আমল করত তাহলে কুরআনে লেমা তাকুলুনা মালা তাফআলুন বলার কী প্রয়োজন ছিল। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই পৃথিবীতে বলে নিজে আমল না করা কারী থাকার ছিল, হবে এবং থাকবে। তোমরা আমার কথা ভালভাবে শুন এবং হৃদয়ে ভালভাবে গেথে নাও যে, যদি মানুষ আন্তরিকভাবে কথা না বলে আর ব্যবহারিক শক্তিতে শক্তিমান না হয় তাহলে তা প্রভাব বিস্তার করবে না। আমাদের মহানবী (সা.)-এর সত্যতা এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। কেননা, যেই সাফল্য এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের যেই সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে যার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এই সব কিছু এজন্য হয়েছে যে, তাঁর কথা এবং কাজে পুরো সামঞ্জস্য ছিল।

পুনরায় তিনি বলছেন, মু'মিনের দ্বিমুখী হওয়া উচিত নয়। ভীরুতা এবং কপটতা এর ফলে সব সময় দুর হয়, নিজের কথা এবং কর্মের সংশোধন কর। এগুলোর ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা কর। যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে দেখিয়েছেন। তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। আরেক জায়গায় নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: ইসলামের সুরক্ষা, হেফাজত আর এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য সর্ব প্রথম যে দিকটা সামনে থাকতে হবে তাহল প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হও আর দ্বিতীয় দিক হল এর সৌন্দর্য এর শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। প্রথমে উত্তম আদর্শ হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার কর।

হুজুর (আইঃ) বলেন, তাই ইসলামের তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। এক সত্যিকার মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়। কোন কিছু বলার পূর্বেই তবলীগের পথ সুগম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba) Bangla, 8th Sept, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, piran para, 731243, Birbhum, W.B